তারিখ : ... DEC ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

প্রাথমিক সমাপনী	ইবতেদায়ি	জেএসসি	জেডিসি
পাসের হার-৯৫.১৮	পাসের হার-৯২.৯৪	পাসের হার-৮৩.১০	পাসের হার ৮৬.৮০
জিপিএ-৫ পেয়েছে-২৬২৬০৯	জিপিএ-৫ পেয়েছে-৫০[illegible]	জিপিএ-৫ পেয়েছে-১৮৪৩৯৭	জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭২৩১
পাসের হারে শীর্ষে-বরিশাল বিভাগ (৯৬.২২)	পাসের হারে শীর্ষে-রাজশাহী বিভাগ (৯৬.২৮)	পাসের হারে শীর্ষে-বরিশাল বোর্ড (৯৬.৩২)	
পাসের হারে পিছিয়ে-সিলেট বিভাগ (৯১.৪৬)	পাসের হারে পিছিয়ে-সিলেট বিভাগ (৮৬.৯২)	পাসের হারে পিছিয়ে-কুমিল্লা বোর্ড (৬২.৮৬)	

পিইসির ফল প্রকাশের পর ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস যুগান্তর ● আরও ছবি ও খবর : পৃষ্ঠা ৯, ১৭, ১৮ ও ২০

প্রাথমিকে ৪৪৫ জেএসসিতে ৫৯ স্কুলের সবাই ফেল

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার ৭৪ হাজার ৫৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। আর কেউ পাস করতে পারেনি এমন প্রতিষ্ঠান ৪৪৫টি। অন্যদিকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় এবার ৫ হাজার ২৭৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব পরীক্ষার্থী পাস করেছে। আর ৫৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

প্রাথমিকে ৪৪৫ জেএসসিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেউ পাস করতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার শতভাগ পাস করেছে এমন বিদ্যালয় রয়েছে ৬৬ হাজার ২২৮টি। আর ৩৬০টি স্কুলে কোনো শিক্ষার্থী পাস করেনি।

শতভাগ পাস করেছে প্রাথমিকের ৭৪৫৬০ ও জেএসসির ৫২৭৯ স্কুলে

গত বছর প্রাথমিকে ৮৫ হাজার ১১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবাই পাস করেছিল এবং ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের কেউ পাস করতে পারেনি। অন্যদিকে ইবতেদায়িতে এবার ৮ হাজার ৩৩২টি প্রতিষ্ঠানের সবাই পাস করেছে। আর ৮৫টি মাদ্রাসায় কেউ পাস করতে পারেনি। গত বছর ইবতেদায়িতে ৮ হাজার ৫৬৭টি প্রতিষ্ঠানের সবাই পাস করেছে এবং ২৬টি মাদ্রাসায় কেউ পাস করতে পারেনি। শনিবার দুপুরে সচিবালয়ে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। প্রাথমিক সমাপনীতে এবার ৯৫ দশমিক ১৮ শতাংশ এবং ইবতেদায়িতে ৯২ দশমিক ৯৪ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি এমন স্কুলের মধ্যে সরকারি স্কুল ১০টি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল ২টি, অস্থায়ী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল ৭টি, কিন্ডার গার্টেন ৬৮টি, এনজিও ৪৬টি, কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুল ৭টি, নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল ৬৮টি, উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক স্কুল ৪টি, ব্র্যাক স্কুল ১টি, আনন্দ স্কুল ৭৫টি, শিশু কল্যাণ প্রাথমিক স্কুল ৩টি, ১৫০০ বিদ্যালয় ৩টি ও নতুন জাতীয়করণ হওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৬টি।

জেএসসি ও জেডিসিতে এবার শতভাগ পাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪ হাজার ১৭১টি কমেছে। একই সঙ্গে শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ৩১টি। এবার ৫ হাজার ২৭৯টি স্কুল ও মাদ্রাসার সবাই পাস করেছে। অপরদিকে ৫৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজনও পাস করতে পারেনি। গত বছর শতভাগ পাস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৪৫০টি এবং শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২৮টি। শনিবার সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান। এবার সারা দেশে ২৮ হাজার ৮২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। ফলাফলের সার-সংক্ষেপে দেখা গেছে— ঢাকা বোর্ডে ৫২৯, রাজশাহীতে ১ হাজার ৩৫, কুমিল্লায় ৬১, যশোরে ২৮১, চট্টগ্রামে ৯০, বরিশালে ৮১২, সিলেটে ১৭১ ও দিনাজপুর বোর্ডে ৫৮০টি শতভাগ পাস প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে শতভাগ পাস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৭২০টি, গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ২০৩টি। অপরদিকে ঢাকা বোর্ডে ৬, রাজশাহীতে ৫, কুমিল্লায় একটি, যশোরে ৯, দিনাজপুরে ১৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। তবে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বোর্ডে কোনো শূন্য পাস স্কুল নেই। মাদ্রাসা বোর্ডের ২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেউ পাস করেনি। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ২০টি। এবার পাসের হার জেএসসিতে ৮৩ দশমিক ১০ ও জেডিসিতে ৮৬ দশমিক ৮০ শতাংশ।